"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥"
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে-ষড়বিধা শরণাগতিঃ।

এই ছয়টি লক্ষণের ভিতরে গোপ্তৃত্বে বরণ অর্থাৎ শ্রীভগবানকে রক্ষকরূপে বরণ করিয়া লওয়া অর্থাৎ তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন—এই প্রকার নির্ভরতাটি শরণাগতির অঙ্গী, আর পাঁচটি অঙ্গ। শরণাগতি শব্দের সহিত গোপ্তৃত্বে বরণের একার্থতা আছে বলিয়া অঙ্গ, আর অন্য পাঁচটি তাহার পরিকর বলিয়া অঙ্গস্থানীয়। আনুকূল্যের গ্রহণ অর্থাৎ যাহা যাহা করিলে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হয়েন, কায়বাক্যমনে তাহা অনুষ্ঠান করা। অথবা শরণাগত ভাবের যাহা যাহা প্রতিকূল, তাহা তাহা কায়বাক্যমনে পরিত্যাগ করা। 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো' অর্থাৎ তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন—এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস "ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ" সেই নির্গুণ মায়া নিয়ন্তা ভগবান্ আমার মঙ্গলবিধান করিবেন ইত্যাদি প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস। আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ, তাহার প্রকারটি গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত—"কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" অর্থাৎ আমার হৃদয়স্থিত কোনও দেব কর্ত্তৃক যেমন নিযুক্ত হইতেছি, তেমনই কার্য্য করিতেছি; এবিষয়ে আমার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই—ইত্যাদি প্রকার ভাবনার নাম আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণ। শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের নমস্ শব্দ ব্যাখ্যায় যেমন উল্লেখ করা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকার—

অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥"

নমস্ শব্দের "ম"কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'কারের অর্থ তাহার নিষেধ অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্যতা; অতএব 'নমস্' শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষেধ করা হইয়াছে। জীব সততই পরতন্ত্র। জীবের জীবন সর্ব্বদাই ভগবদাধীন, অতএব অশেষ প্রকারে নিজের সর্ব্ব সামর্থ্যবিধি ত্যাগ করিবে। নিজের কোনও প্রকার কিছু করিবার ক্ষমতা আছে—ইহা কখনও ভাবিবে না। ভগবৎসামর্থ্যে জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না। শ্রীভগবানেই নির্ভরতা রাখিয়া চলিবে এবং শ্রীভগবানের কর্ম্মই করিবে। অতএব, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উল্লেখ আছে—